

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।  
Website: [www.dnc.gov.bd](http://www.dnc.gov.bd)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর কর্মসম্পাদন সূচক ৩.৩ অনুযায়ী যেকোন অভিযোগ, আবেদন ও নিবেদন সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং নাগরিক সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানীর অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মো: আব্দুস সবুর মন্ডল পিএএ  
মহাপরিচালক।  
সভার তারিখ ও সময় : ২৩ ডিসেম্বর, ২০২১খ্রি, বেলা ১১.৩০ টা।  
সভার স্থান : অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-৭)  
সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ : পরিশিষ্ট-“ক” দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে গণশুনানীর কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, জনপ্রশাসনে দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর কর্মসম্পাদন সূচক ৩.৩-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে প্রান্তিক জনসাধারণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে তাদের জীবনমান উন্নত করার নিমিত্ত বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি সরকারের এ সুদূর প্রসারী কার্যক্রমকে সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে সকলকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

০২। অতঃপর সভাপতি উপস্থিত স্টেকহোল্ডারগণকে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান জানান এবং নাগরিক সেবার মান বৃদ্ধিতে সেবা দাতাদের পাশাপাশি স্টেকহোল্ডারগণ এর ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

০৩। সভায় উপস্থিত অংশীজন (Stakeholder) নিম্নবর্ণিত মতামত প্রদান করেন :

- ওমেগা পয়েন্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এর প্রতিনিধি বলেন, আগে তারা মাসিক স্টেটমেন্ট অনলাইনে প্রেরণ করতেন। এখন অফিস হতে হার্ড কপি চাওয়ায় তা প্রেরণে সমস্যা হচ্ছে।
- ওমেগা পয়েন্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এর প্রতিনিধি আরো বলেন, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক সাইকিয়াট্রিস্ট থাকার বিধান বিধিমালায় থাকলেও সার্বক্ষণিক উপস্থিত নিশ্চিত নয়। তবে এমবিবিএস ডাক্তার সার্বক্ষণিক রয়েছে।
- সৃষ্টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিনিধি বলেন, বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নিয়মিতভাবে পরিদর্শনের বিধান রয়েছে। তবে পরিদর্শন কে করবেন তা উল্লেখ নেই। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংস্থার লোকজন পরিদর্শন করতে আসেন। পরিদর্শন কে করবেন বা কোন প্রতিষ্ঠান করবেন সেটি নির্ধারণ করলে ভালো হয়। অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির ২য় সভায় এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে (৩.৩. বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলো চেকলিস্ট অনুযায়ী মনিটরিং করার জন্য জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। এলক্ষ্যে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার কমিটির কার্যপরিধিতে জেলাস্থ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করে অধিদপ্তরের চেকলিস্ট অনুযায়ী বাস্তবে কি আছে/কি নেই তা তুলনামূলক এ্যানালাইসিস/গ্যাপ এ্যানালাইসিস করে বিভাগীয় মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রদান করতে হবে। প্রতি ৩ মাস অন্তর নিরাময় কেন্দ্রগুলোর বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে প্রতিবেদন প্রদান করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে এর দায়িত্ব উক্ত কমিটিকে দেওয়া যেতে পারে। অধিকন্তু প্রথম প্রতিবেদন সভাপতি ২ মাসের মধ্যে দিবেন।

- সৃষ্টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিনিধি আরো বলেন, বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা আবাসিক এলাকায় ড্রেড লাইসেন্স দেয় না। এ বিষয়টি সমাধানের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, এ বিষয়ে অধিদপ্তরের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখায় যোগাযোগ করে কথা বলবেন।
  - নীপ কেমিক্যালস্ প্রতিনিধি বলেন, অধিদপ্তর কর্তৃক তারা যে ইমপোর্ট অথরাইজেশন পায় তা অনেক সময় সাপ্লাই সীমিত থাকার কারণে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বা দাম বৃদ্ধির কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমদানী করতে পারেন না। যেমন: নীপ কেমিক্যালস্ অধিদপ্তর হতে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইমপোর্ট অথরাইজেশন পেয়ে সর্বশেষ আমদানি করে অক্টোবর, ২০২১ মাসে। এক্ষেত্রে ইমপোর্ট অথরাইজেশনের সময়সীমা বৃদ্ধির বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, যৌক্তিকতা উল্লেখ করে আবেদন করলে সময় বৃদ্ধি করা যাবে। তবে বার্ষিক কোটা হতে নিয়মমাফিক তা কর্তন হবে।
  - ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রতিনিধি প্রিকারসর কেমিক্যালস্ আমাদানী সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ফার্মাসিউটিক্যালস্ কোম্পানীগুলোকে নিয়ে পৃথক সভা করার অনুরোধ জানান। মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, সমস্যা থাকলে সভা করা যাবে, সমস্যা না থাকলে সভা করার প্রয়োজন নেই।
  - লাস্টার নামক এনজিও প্রতিনিধি বলেন যে, তারা সাধারণত: মাদকাসক্ত হওয়ার পর একজন রোগীর চিকিৎসা করে থাকেন। এক্ষেত্রে সমস্যা অনেক বেশি হয়। মাদকাসক্ত না হওয়ার জন্য মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে তারা প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি করতে চাইলে মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, NGO প্রতিনিধিগণ আগ্রহী হলে প্রচার প্রচারণামূলক কার্যক্রম করা যেতে পারে।
- ৪। অতপর সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্রম:	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৪.১	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের মাসিক প্রতিবেদন অনলাইনে/ই-মেইলে জমা প্রদান করতে হবে।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)
৪.২	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে সার্বক্ষণিক সাইকিয়াট্রিস্ট থাকার বিষয়ে এবং একই সাইকিয়াট্রিস্ট একাধিক নিরাময় কেন্দ্রে যাতে চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে পারে সে বিষয়ে গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)
৪.৩	বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনের ক্ষেত্রে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত (সিদ্ধান্ত-৩.৩) অনুযায়ী গঠিত কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)/ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র (সকল)
৪.৪	আবাসিক এলাকায় বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ড্রেড লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করতে হবে।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)
৪.৫	প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানীর ক্ষেত্রে ইমপোর্ট অথরাইজেশনের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে উপযুক্ত যৌক্তিকতা উল্লেখ করে আবেদন করলে সময় বৃদ্ধি করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।	পরিচালক (প্রশাসন/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)
৪.৬	মাদকবিরোধী প্রচার প্রচারণামূলক কার্যক্রমে NGO প্রতিনিধিগণকে নিয়ে পৃথক সভা আহ্বান করতে হবে।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)
৪.৭	এখন থেকে প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানী প্রতি মাসের শেষ বুধবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় আয়োজন করতে হবে। গণশুনানী অনুষ্ঠান পৃথক পৃথকভাবে করতে হবে। সমস্যা অবহিত হওয়ার সাথে সাথেই তা সমাধান করতে হবে। এ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত রেজিস্টারের ছক অনুযায়ী তথ্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।	সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)

৫। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: আব্দুল সবুর মন্ডল পিএএ)  
মহাপরিচালক

৩৯ মাঘ, ১৪২৮

তারিখ: -----  
০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

নং-৫৮.০২.০০০০.০০৬.১২.০০৩(পাট-১).২১.৬৬৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: অতিরিক্ত সচিব, মাদক অনুবিভাগ)।
- ২। পরিচালক (প্রশাসন/অপারেশনস্/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন/নিরোধ শিক্ষা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৩। চীফ কনসালটেন্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৪। প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার, গেন্ডারিয়া, ঢাকা।
- ৫। অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ/গোয়েন্দা শাখা।
- ৬। সিস্টেম এনালিস্ট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৭। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৮। সিনিয়র কনসালটেন্ট/মেডিকেল অফিসার, বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা।
- ৯। উপপরিচালক (.....) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/মেট্রো কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়/টেকনাফ বিশেষ জোন,.....।
- ১০। সহকারী পরিচালক (.....) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়/বিভাগীয় কার্যালয়/মেট্রো কার্যালয়/জেলা কার্যালয়/বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়/টেকনাফ বিশেষ জোন.....।
- ১১। সহকারী প্রোগ্রামার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ১২। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ১৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ১৪। অফিস কপি।

(মোহাম্মদ মামুন)  
উপপরিচালক (প্রশাসন)